মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৪

উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম (বীর প্রতীক)-এর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম (বীর প্রতীক) ১৬ নভেম্বর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দ এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিশেষে জাদুঘরের মন্তব্য খাতায় তিনি মন্তব্য লেখেন

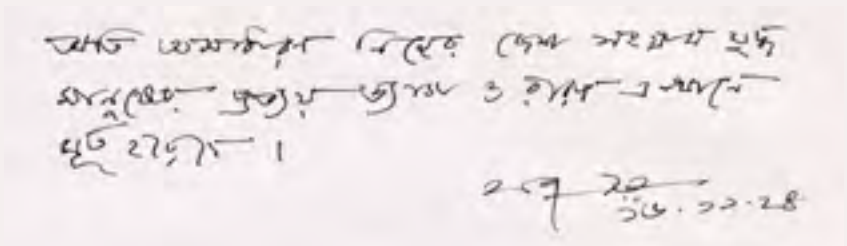

রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ উদ্‌যাপন উদ্বোধন

৮ ডিসেম্বর ২০২৪

‘শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোনো কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না – এই আইন হইল।’

–রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে প্রবেশে পথ সংলগ্ন দেয়াল ঘিরে কিছু বোর্ডজুড়ে ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের ২৮টি গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি। সাথে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন রচিত সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থের কিছু উক্তি। ঢাকাস্থ ইউনেস্কো প্রতিনিধি ও অফিস প্রধান সুজান ভাইজ গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের সাথে ঘুরে দেখছেন আর জেনে নিচ্ছেন তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। এমনই একটি উৎসবমুখর পরিবেশে ৮ ডিসেম্বের ২০২৪ অনুষ্ঠিত হলো সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থের পাঠ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আয়োজনের সূচনা বক্তব্যে ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের সুলতানার স্বপ্নের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে বাংলাদেশের মানুষের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য একটি বড় গর্ব এবং সম্মানের বিষয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাদের অধিকার, আমাদের ভবিষ্যৎ, এখনই

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস-২০২৪

‘আমাদের অধিকার, আমাদের ভবিষ্যৎ, এখনই’ - প্রতিদিনের জীবনযাপনে মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরার এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এবছর বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। এ উপলক্ষে গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে আলোচনা সভার। বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর মানবাধিকার বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্ট হুমা খান প্রধান বক্তা হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তরুণ শিল্পী দীপ্র নিশান্ত-এর কণ্ঠে ‘হিংসায় উন্মুক্ত পৃথ্বী/নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব’ গানের মধ্য দিয়ে আয়োজন শুরু হয়। সূচনা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের বলেন, ২০২৪-এর মানবাধিকার দিবসের মূল পর্যবেক্ষণ হওয়া উচিত- মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিএসজিজে রিসার্চ কলকুয়াম অন জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

৩০ নভেম্বর ২০২৪ আয়োজিত হয় 'সিএসজিজে রিসার্চ কলকুয়াম অন জেনসাইড অ্যান্ড জাস্টিস'। এটি মূলত ছিল তৃতীয় গবেষণা ফেলোশিপের গবেষকদের গবেষণাপত্র নিয়ে আলোচনা এবং তাদের সনদ প্রদানের আয়োজন।

এই কলকুয়ামে ইতিহাস, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পত্র উপস্থাপন করা হয়। ইতিহাস, আন্তর্জাতিক আইন, ডিজিটাল হুমকি এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ে নিয়ে চারটি প্যানেলে আলোচনা হয়।

প্রথম প্যানেলটিতে সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সেন্টার ফর দ্যা স্ট্যাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর পরিচালক মফিদুল হক। এই প্যানেলে গবেষণাপত্র ছিল তিনটি। প্রথম গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী তাসফিয়া ইসলাম, যার শিরোনাম ছিল 'আনভেইলিং দ্যা আনটোল্ড স্টোরিজ : এ কম্প্রিহেন্সিভ স্টাডি অব সোশিও ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডায়নামিক্স অব সৈয়দপুর ডিউরিং দ্যা লিবারেশন ওয়ার অব বাংলাদেশ'। এরপর যৌথভাবে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ফাহিন রহমান অঙ্কিতা ও আসিফ মাহমুদ মাহি। তাদের গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিলো 'কট বিটুইন স্টেটস: রিপেট্রিয়েশন চ্যালেঞ্জেস অব দ্যা উর্দূ স্পিকিং কমিউনিটি অব বাংলাদেশ।' 'দ্যা কন্ট্রিবিউশন অব ইনডিজেনাস পিপল ইন লিবারেশন ওয়ার ইন নাইন্টিন সেভেন্টিন ওয়ান: এ স্ট্যাডি ফ্রম চিটাগং হিল ট্রাক্স' শীর্ষক তৃতীয় গবেষণাপত্রটি ছিলো বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নেন্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী উসিং মার্মা'র।

দ্বিতীয় প্যানেলের সভাপতিত্ব করেন ফাওজুল আজিম, আইন বিশ্লেষক ও গবেষক, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ। এ প্যানেলের তিনটি গবেষণাপত্রের মধ্যে প্রথমটি যৌথভাবে উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী সামিন ইয়াসার ইসলাম ও মো. আসিফুল হাসান অমিত, তাদের গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিলো 'জেনোসাইড ইন্টেন্ড ইন পাকিস্থানি মিলিটারি স্ট্রাটেডিস ডিউরিং দ্যা নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ান বাংলাদেশ ওয়ার : এ ফোকাস অন পলিটিসাইড।' এরপরের গবেষণাপত্রটি ছিলো ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

'সুলতানার স্বপ্ন' পাঠ উদযাপনের পরিকল্পনা সভা

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' ইউনেস্কোর মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড (এশিয়া প্যাসিফিক) স্বীকৃতি উদযাপনের জন্য বেসরকারি বিভিন্ন গ্রন্থগারের সহযোগিতা ও সম্পৃক্তিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এক বিশেষ পাঠ-উদযাপন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বেসরকারি গ্রন্থগারের সাথে পাঠ-উদযাপন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক যৌথ সভা ২৩ নভেম্বর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ড. সারওয়ার আলী, ট্রাস্টি মফিদুল হক, বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থগার সংহতির আহ্বায়ক মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ, সদস্য-সচিব মো: জহির উদ্দিন, ২৮টি বেসরকারি গ্রন্থগার এর প্রতিনিধি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নাসেহুন আমীনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম।

সভার সূচনা বক্তব্যে ট্রাস্টি ড. সারওয়ার আলী বলেন, রক্ষণশীল পরিবারের নারী হয়েও রোকেয়া অসাধ্য সাধন করেছেন। সমাজে নারী যে বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনা বহন করে তা উঠে এসেছে রোকেয়া এবং তাঁর রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন'-এর মাধ্যমে। তিনি আরও বলেন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও লাইব্রেরি গঠন করতে হবে এবং তরুণদের মাঝে বাস্তব ধারনা দিতে হবে।

সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ কর্মসূচির প্রস্তাবনা তুলে ধরেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। তিনি বলেন, ইউনেস্কোর মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতি প্রাপ্তি আমাদের অনুপ্রাণিত করে। রোকেয়া সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু এখনো অজানা রয়েছে, তাঁকে নিয়ে কাজ করার অনেক কিছু আছে। সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উদ্‌যাপনের আশা ব্যক্ত করে তিনি পাঠ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির আহবায়ক মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ ও সদস্য-সচিব মো: জহির উদ্দিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া মুক্ত আলোচনায় আনিসুল হোসেন (শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগার), নার্গিস আখতার বানু (ডাক্তার জামিল স্মৃতি পাঠাগার), বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল উদ্দিন (ঈমান-সালিম লাইব্রেরি), ছায়েদুল হক নিশান (শহীদ রুমি স্মৃতি পাঠাগার), ফাহিমা কানিজ লাভা (শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতি পাঠাগার) ও এমদাদ হোসেন ভূঁইয়া (বেরাইদ গণপাঠাগার) পাঠ পরিকল্পনার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। গ্রন্থাগার থেকে আগত ২৮ জন প্রতিনিধিকে চারটি দলে ভাগ করে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত ও সুপারিশমালা উপস্থাপিত হয় এবং সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ কর্মসূচির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সমাপনী বক্তব্যে মফিদুল হক অভিমত ব্যক্ত করেন যে, রোকেয়া যেমন তাত্ত্বিক তেমনি ব্যবহারিক। তাই প্রতিযোগীর

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রাণ তার কর্মীরা। যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনী দক্ষ, সৎ, নিয়মানুবর্তী সেই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনও সহজ। গত ২৯ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জেষ্ঠ্য কর্মী সত্যজিৎ রায় মজুমদার (ব্যবস্থাপক, শিক্ষা ও প্রকাশনা)। শুরুতেই তিনি বলেন, আর দশটা সাধারণ প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজের ধরন এবং উদ্দেশ্য আলাদা। এই প্রতিষ্ঠানটিকে ধারণ করতে হলে আগে এর উদ্দেশ্য এবং গ্যালারিগুলো থেকে ধারণা নিতে হবে। দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ এই জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সকলের উচিত গ্যালারিগুলো দেখা এবং তা ধারণ করা। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুন্দর রাখতে, কর্মীদের কর্মদক্ষতা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, মানবিক উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মীরা নিজ নিজ কাজে আরও দক্ষ হয়ে উঠতে কাজে নজর দেওয়া, বই পড়া, বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারবে। খুব সহজ সাবলীলভাবে কর্মীদের সাধারণ কর্মী থেকে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মী হয়ে ওঠার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের প্রত্যাশা করে প্রশিক্ষণ শেষ হয়।

ইয়াছমিন লিসা

রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ উদ্‌যাপন উদ্বোধন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেই সময় যে আদর্শ পৃথিবী গড়ে তোলার সুদুরপ্রসারী চিন্তা করেছিলেন সেই লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন পাঠাগারের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কাজ করবে। অংশগ্রহণকারী পাঠাগারের প্রতিনিধি শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক আনিসুল হক তারেক, গ্রন্থবিতান পাঠাগারের সম্পাদক মো. জহির উদ্দিন এবং ‘বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতি’ আহ্বায়ক মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ বক্তব্য প্রদান করেন। আনিসুল হক তারেক মনে করেন, বাংলাদেশের পাবলিক লাইব্রেরীগুলোকে এককভাবে দেখলে হয়ত অনেক ছোট মনে হবে কিন্তু সম্মিলিতভাবে লাইব্রেরীগুলো পাঠক তৈরীতে অনেক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। যদি বাংলাদেশের লাইব্রেরীগুলোকে পর্যাপ্ত সহায়তা করা হয়, তাহলে আরো বেশি পাঠকদের কাছে পৌঁছানো লাইব্রেরীগুলোর জন্য সহজ হবে যা ইউনেস্কো এবং বাংলাদেশের সকল লাইব্রেরী উভয়ের জন্যই জন্য কল্যাণকর হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মো. জহির উদ্দিন বলেন, সুলাতানার স্বপ্ন রচনাটিকে স্বীকৃতির মাধ্যমে যে সম্মান ইউনেস্কো বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে তার উৎযাপন শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেনা বরং এখন বেসরকারি পাঠাগারগুলো গ্রন্থপাঠ আয়োজনের মাধ্যমে বইটির গুরুত্ব ও স্বীকৃতির ব্যাপারটি দেশের সকলকে জানাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে পাঠক এবং পাঠাগারগুলোকে একসাথে যুক্ত করে খুব কম কাজ হয়েছে। ২০২০ সালে গ্রন্থকেন্দ্রের নেয়া উদ্যোগ এবং এর পবের্তীতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরপর দুইবার আয়োজিত ‘আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ’ এর মাধ্যমে বেসরকারি পাঠাগারের পাঠকদেরকে যুক্ত করে গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে সুলাতানার স্বপ্ন সারা পৃথিবীতে যে স্বীকৃতি লাভ করেছে সেই স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকার এবং এর আশেপাশের বিভিন্ন বেসরকারি গ্রন্থাগারকে একত্র করে এটিকে গ্রন্থপাঠ কর্মসূচীর আওতায় আনার মতো উদ্যোগে ইউনেস্কোর যুক্ত হওয়াটি একটি অন্যরকম বিষয়। বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোতে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড যেমন পোস্টার এবং ছোট ছোট ভিডিও ক্লিপস্ তৈরী, লেখালেখি ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে ইউনেস্কোর হাত ধরে বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর কার্যক্রমগুলো সকলের দৃশ্যমান হবে। সীমান্ত পাঠাগারের পাঠক ইডেন মহিলা কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী জাহানারা আক্তার সুলতানার স্বপ্ন পাঠের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা জাতিসংঘের অন্যতম একটি অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে ইউনিফেম যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজ থেকে মাত্র ৪৮ বছর পূর্বে। কিন্তু রংপুরের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজ থেকে ১২০ বছর আগে জন্ম নিয়েও রোকেয়া উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে একটি জাতির উন্নতির জন্য নারীর অধিকার, নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীশিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে আমরা যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এখন দেখতে পাই তা অনেক বছর পূর্বেই তিনি প্রখর কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব করতে পেরেছিলেন। যা ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গ্রন্থটিতে তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বিশ্বাস আধুনিক প্রজন্ম এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে যেখানে সমাজে নারী-পুরুষের অধিকার সমান থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থটি শ্রুতিগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করেছে জাদুঘরের ইউটিউব চ্যানেলে। শ্রুতিগ্রন্থের ইংরেজি ভার্সনে কণ্ঠ দিয়েছেন ওয়ার্দা আশরাফ এবং বাংলা ভাষ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন ত্রপা মজুমদার। এই কাজে তারা নতুন করে উপলব্ধি করেন সুলতানার স্বপ্নের তাৎপর্য। ওয়ার্দা বলেন, ছাত্রী হিসেবে এই রচনাটি প্রথম পড়ার সময় সম্ভাবনার একটি নতুন দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল। এটি অনেক বালিকা এবং নারীদেরকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। ত্রপা মজুমদার নিজের কাছেই নিজেকে প্রশ্ন করেন যে, ১২০ বছর আগে রোকেয়ার দেখানো পথে আজ সত্যি সমাজ হাঁটতে পারছেন কি-না। তিনি বলেন যে, একশত বিশ বছর আগের হয়েও, এত রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে থেকেও রোকেয়ার প্রযুক্তিগত চিন্তভাবনা কত আধুনিক ছিল। সেই সময় তার ভাষাগত দক্ষতা অর্থাৎ বাংলা এবং একই সাথে ইংরেজি লেখার দক্ষতাও ছিল এতই ভালো যা তিনি ২০২৪ সালে বসেও কল্পনা করতে পারেন না।

সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থটি ইউনেস্কোর মেমোরি অব ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতি অর্জনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, কাজটি রোকেয়া ১২০ বছর আগেই করে গিয়েছেন, স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে আমরা শুধু ক্যাটালিস্টের ভূমিকা পালন করেছি। স্বীকৃতি-প্রাপ্ত এই রচনাটি সমাজের কাছে আরো ব্যপকভাবে পৌঁছে দিতে হবে। এই পাঠ আজকের দিনে কেন প্রসঙ্গিক তা ছিলো ইউনেস্কোর স্বীকৃতির অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। এই পাঠটি বাংলাদেশকে ছাপিয়ে সমগ্র এশিয়া প্যাসিফিকের জন্য প্রযোজ্য। সুলতানার স্বপ্ন নারীর অধিকার থেকে শুরু করে নারীর আত্মশক্তি সঞ্চার, শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সমাজে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এমনকি যুদ্ধে ব্যবহৃত ক্ষেপনাস্ত্রও যেন মানুষের জন্য প্রাণঘাতী না হয় এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সুজান ভাইজ বলেন, মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ডের মত উদ্যোগগুলো শুধু একটি দেশের প্রামাণ্য ঐতিহ্যকে সংরক্ষণই করে না বরং সে দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণ এবং প্রচার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং দেশের সরকারি উদ্যোগে এরকম আরো অনেক লুকায়িত সম্পদকে সামনে নিয়ে আসা দরকার। সুলাতানার স্বপ্ন যখন তিনি প্রথম পড়েন তখন তাঁর লেখাতে একটি কল্পনাপ্রবণ সামাজিক ঐক্যের দিক দেখতে পান যেখানে সবাই একটি শান্তিপূর্ণ সমাজে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। এই দিকটা তাকে বিস্মিত করে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সমাপনী বক্তব্যে ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, অনেকের মনেই হয়তো প্রশ্ন উঠবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কেন সুলতানার স্বপ্নের পাঠ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব সম্পর্কে যারা জানেন এবং জাদুঘরের প্রদর্শনী দেখেছেন তারা লক্ষ করে দেখবেন, যেকোনো আন্দোলনেই নারীর অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধেও নারীর বিশেষ ভূমিকা আছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সমাজের বৈষম্য দূর করার যে কথাটি বলা হয়েছিল সেখানে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার বিষয়টিরও উল্লেখ ছিল। বৈষম্যবিরোধী আন্দেলনের মাধ্যমে বৈষম্য দূর করার যে স্বপ্ন আজ তরুণ প্রজন্ম দেখছে সেটিও রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্নের মাধ্যমে দেখতে হবে। এজন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নারীর অধিকার এবং সমতার সমাজ গড়াকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে।

বিভিন্ন পাঠাগারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

সাবরিনা আফরিন তন্বী
গবেষণা সহকারী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

গ্রন্থপাঠ উদ্‌যাপন আয়োজনে ঢাকাস্থ ইউনেস্কোর প্রতিনিধি ও অফিস প্রধান সুজান ভাইজ-এর বক্তব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ

“প্রামাণ্য ঐতিহ্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটির কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মধ্যে প্রথমটি হলো এটি আমাদের ইতিহাসকে জানতে সাহায্য করে এবং সমাজের প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। আমরা যখন একটি ঐতিহ্যবাহী স্থানকে দেখি যেমন, আমরা যদি প্রাগৈতিহাসিক মেগালিথিক কাঠামো স্টোনহেন্‌জের দিকে তাকাই আমরা কেউই জানি না এটা কেন এখানে অবস্থিত এবং এটা কীসের জন্য এখানে রয়েছে! ঐহিত্যমুখি-প্রামাণ্যদলিল আমাদেরকে এই সকল কিছু বুঝতে সাহায্য করতে পারে।”

“এখন চাইলেই সবাই ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পড়তে পারবে। অডিও বই এবং অনলাইন বই তৈরির ফলে বাংলাদেশে এবং বাইরে অনেক পাঠক বৃদ্ধি পাবে। অনেক বইয়ের ক্ষেত্রে এমন সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হয় না। তাই ঐতিহ্যবাহী প্রামাণ্যদলিল শুধুমাত্র সংরক্ষণের করা নয় বরং তার প্রচার এবং যথাযথ ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ । আমার মনে হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সঠিক কাজটি করছে।”

“সুলতানার ড্রিম বা সুলতানার স্বপ্ন, সত্যি একটি ঐতিহাসিক কাজ। আমি এই বইটির ব্যাপারে কিছুই জানতাম না, আমাকে কেউ এই বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয়নি। বইটি পড়ে আমার প্রথম যে বিষয়টি মাথায় এসেছে তা হচ্ছে এই বইটির সাথে জুল ভার্ন কিংবা এইচ জি ওয়েলসের উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে। তাদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় বিশেষ করে এইচ জি ওয়েলসের বেশিরবভাগ লেখা একটি ডাইস্টোপিয়ান অবস্থানকে কেন্দ্র করে এবং সেখানে রোকেয়ার রচনা একটি ইউরোপিয়ান অবস্থা থেকে লেখা। আমার মনে হয় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পৃথিবীর খারাপ জিনিসগুলোই দেখি এবং আমাদের একটা স্বপ্ন থাকে পৃথিবীকে একটি সুষ্ঠু এবং সুন্দর দীর্ঘস্থায়ী সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত দেখা। এইদিক থেকে রচনাটি সময়ের থেকে এগিয়ে ছিল। আপনাকে এই বইটি পড়ার পর ভাবতে বাধ্য করবে। এইরকম ক্ষুদ্র প্রকাশনা আমাদের ভেতরের চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলে।”

“এখানে আপনাদের সবার ভূমিকা রয়েছে, আপনাদের কাছে সেই জায়গাটি রয়েছে আর আপনাদের পড়াশোনাকেন্দ্রিক সংগঠনও রয়েছে মানুষের চিন্তাকে প্রসার করার জন্য। আমি বাইরে আপনাদের প্রদর্শনী দেখেছি, যেখানে স্পষ্ট হয়েছে যে মানুষ আপনাদের পাঠাগারে এসে কেবল বই পড়ছে না বরং পড়াশোনাকেন্দ্রিক আলোচনা মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছেন আপনারা। আমরা জানি, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন একটি বাংলাদেশ তৈরির আলোচনা হচ্ছে। আমার মনে হয় আপনারা সবাই ইতোমধ্যেই সেই নতুন বাংলাদেশের জন্য অবদান রেখে চলেছেন। সেখানে মানবাধিকার এবং নারী অধিকারসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে নির্ধারণ করা হবে দেশের ভবিষ্যতকে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, আমি জানি যে, এই উদ্যোগটি নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত মানুষের হাতে রয়েছে। আমি আশা করবো বাংলাদেশের পরবর্তী প্রজন্মও এই বইটি পড়বে এবং একইভাবে চমৎকৃত এবং আশ্চর্য্য হবে যেমনটা আপনারা হয়েছিলেন।”

সুলতানার স্বপ্নযাত্রা

২৩ নভেম্বর ২০২৪ বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে ১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠকর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই উদযোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছে ৮ ডিসেম্বর ২০২৪। এতে ঢাকা ও আশপাশের ২৮টি গ্রন্থাগার এবং কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বেসরকারি গ্রন্থাগারে বই এবং বইয়ের সফট কপি সরবরাহ করেছে। এখন সুলভ কপিও পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৫০ টাকায়।

কর্মসূচিতে কিশোর-কিশোরীদের ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠের উপর বিশেষ জোর দিয়ে গ্রন্থাগারসমূহ নিজ উদ্যোগে গ্রন্থপাঠের আয়োজন করবে। বইপাঠ ঘিরে গ্রন্থাগারসমূহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে। যেমন, আলোচনা-চক্র, পাঠ-প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন, কথিকা বা নাটিকা তৈরি, ছবি আঁকা, ভিডিও ক্লিপিং, পোস্টার তৈরি ও ব্যাখ্যামূলক উপস্থাপন, বিতর্ক ও এমনি বিভিন্ন সৃজনশীল প্রয়াস। একই সঙ্গে নবীন পাঠক-পাঠিক তাদের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া লিখিতভাবে জমা দেবে। লেখা জমাদানের শেষ তারিখ ১৪ জানুয়ারি ২০২৪।

এই আয়োজনের ধারা অনুসারে ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ রংপুরের ডাক্তার জামিল স্মৃতি পাঠাগার রোকেয়া দিবস পালন করে। সেখানে জাদুঘরের ইউটিউবে আপলোডকৃত গ্রন্থের অডিও শোনানো হয়। এছাড়া টঙ্গী, গাজীপুরের শুচি পাঠচক্র ও পাঠাগার ‘নারী জাগরণে রোকেয়া’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অন্য পাঠাগারগুলো তাদের নিজস্ব কর্মসূচি পালনে যুক্ত আছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত করবে।

সুলতানার স্বপ্ন-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি উদযাপনে যুক্ত হয়েছে ভিন্ন এক মাত্রা, বাংলাদেশের পর্বত-আরোহীদের সংগঠন ‘অভিযাত্রী’ প্রথমবারের মতো আয়োজন করছে নারী পর্বতারোহীদের নিয়ে শীতকালীন পর্বতারোহন অভিযান। ‘অপ্রতিরোধ্য সুলতানার স্বপ্ন’ প্রতিপাদ্য ধারণ করে অভিযাত্রী নারীরা নেপালের ল্যাংটাং ভ্যালির তিনটি পর্বতে (ইয়ালা পিক, ব্যাডেন পাওয়েল পিক, নয়া কাঙ্গা পিক) বয়ে নিয়ে যাবে শতবছর পূর্বে দেখা রোকেয়ার স্বপ্ন।

শ্রুতিগ্রন্থ শুনতে ও ই-বুক পড়তে ক্লিক ও স্ক্যান করুন https://rb.gy/sev0dj

ডাক্তার জামিল স্মৃতি পাঠাগারের গ্রন্থপাঠ অনুষ্ঠান

সূচি পাঠচক্র ও পাঠাগারের আলোচনা সভা

‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ উদযাপনের পরিকল্পনা সভা

২-এর পৃষ্টার পর

সংখ্যাবৃদ্ধির চাইতে গুণগত মানের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া কাম্য। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ১১৯ বছর পর এখনও প্রাসঙ্গিক। তাই শত বছর পরে আবারও এটা নতুন করে উদ্ভাসিত হলো, লাভ করলো ‘মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড’ হিসেবে স্বীকৃতি। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার থেকে আগত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত রোকেয়া নিজেই কেবল শিক্ষা ও জ্ঞানে আলোকিত হননি, সমাজকে বিশেষভাবে একেবারে পিছিয়ে থাকা নারী ও রক্ষণশীলতায় বন্দি মুসলিম নারীদের সেই আলোর পথে নিয়ে আসতে নানাভাবে অবদান রেখেছেন। রোকেয়া বলেছেন যে, ‘বাক্যে উত্তর না দিয়ে কার্য দ্বারা দাও’। মফিদুল হক আরো বলেন, বাংলাদেশের অসাধারণ ও শক্তিমান এই কন্যার অবদান ও ভূমিকা নারীমুক্তি ও সমাজ মুক্তির ক্ষেত্রে আজ ও আগামীকালের জন্য যে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে, তাই হোক আমাদের মুক্তিপথের পাথেয়। এখানে উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের মে মাসে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গ্রন্থ ইউনেস্কোর মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতি লাভ করে। যে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ট্রাস্টি মফিদুল হক।

সুলতানার স্বপ্ন : পাঠ-প্রতিক্রিয়া

আজ আমরা এমন এক মহীয়সী নারীর স্মরণে একত্র হয়েছি, যিনি তার সমগ্র জীবন জুড়ে সংগ্রাম করেছেন নারী জাগরণের জন্য। বাঙালি সমাজের নারীরা যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা এবং সামাজিক কুসংস্কারের অন্ধকারে আছন্ন ছিলো তখন তাদের জন্য মুক্তির বাহন নিয়ে, আশার আলো হয়ে এসেছিলেন রোকেয়া সাখায়াৎ হোসেন।

রংপুর জেলার ছোট্ট এক গ্রামে জন্ম নেয়া এই কালজয়ী নারী আরো শতবর্ষ পূর্বেই বলেছিলেন, 'কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব'। সকল ধরনের বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় তিনি শুধু শিক্ষিত হয়েই থেমে যাননি বরং রচনা করেছেন বহু কালজয়ী সাহিত্যকর্মও। তার মধ্যে অন্যতম হলো সুলতানার স্বপ্ন। বিংশ শতাব্দীতেই এ মহীয়সী নারী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, একটি সমাজ কখনোই নারীর অবদান ব্যতীত উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। আজকে আমরা দেখতে পাই যে, জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলো নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের একটি অঙ্গসংস্থা UNIFEM যা মূলত নারীদের জন্য কাজ করে। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র ৪৮ বছর পূর্বে। অথচ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্ম নেয়া এই নারী আজ থেকে ১২০ বছর পূর্বেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, একটি জাতিকে উন্নত হতে হলে তাকে নারী-অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রাধান্য দিতে হবে নারী শিক্ষাকে।

রোকেয়া কেবল নারীর গুরুত্বই নয় বরং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আজকে আমাদের এত যে প্রযুক্তি, অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা এসবই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলাফল। অথচ তিনি তার কল্পনা শক্তি দ্বারা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আগেই এমন একটি সমাজ চিন্তা করেছেন যেখানে প্রযুক্তির অসম্ভব সুন্দর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাই তো চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আগেই রচিত হওয়া সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থে তিনি তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ১৯০৯ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রোকেয়া যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সে সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামসুর নাহার হলে তার গ্রাফিতি মুছে ফেলার অপচেষ্টা তারই প্রমাণ। এ চিরসংগ্রামী নারীর কালজয়ী সাহিত্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই UNESCO-কে। Sultana's Dream এখন কেবল একটি সাহিত্যকর্মই নয় বরং এটি এখন সমগ্র বাংলার গর্ব।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন শুধু একজন সাহিত্যিক নন, নারী জাগরণের অগ্রদূত নন, তিনি আমাদের সবার অনুপ্রেরণা। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন দুঃখের সাথে বলছি আমরা তা এখনো বাস্তবায়ন করতে পারিনি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এ স্বপ্ন লালন করে গেলেও বাস্তবায়ন করতে পারেনি। তবে আমি বিশ্বাস করি যে এই প্রজন্ম এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

জাহানারা আক্তার
পাঠক : সীমান্ত গ্রন্থাগার, গেন্ডারিয়া, ঢাকা
অর্থনীতি বিভাগ
ইডেন মহিলা কলেজ (অনার্স ২য় বর্ষ)

সিএসজিজে রিসার্চ কলকুয়াম অন জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

২-এর পৃষ্ঠার পর

আইন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সাফায়েত শিকদার সাকিব এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আইন ও মানবাধিকার বিভাগের ছাত্র দেওয়ান আলিফ ওভি, তাদের গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিলো 'সেফগার্ডিং কালাচারাল প্রোপার্টি ডিউরিং আর্মড কনফ্লিক্ট : অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট থ্রো দ্যা লেন্স অব ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান ল।' এ প্যানেলের শেষ গবেষণাপত্র যৌথভাবে উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের দুই শিক্ষার্থী তাসনিম তারান্নাম প্রজ্ঞা ও তাসফিয়া তারান্নাম প্রভা। গবেষণার শিরোনাম ছিলো 'রিভিজিটিং জেনোসাইড ইন ইন্টারন্যাশনাল ল' লিগ্যাল অ্যানালাইসিস অব দ্যা নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ান ওরাওঁ অ্যান্ড সান্তাল অ্যাট্রোসিটিস।'

কলকুয়ামের তৃতীয় প্যানেলের সভাপতিত্ব করেন রতন কুমার রায়, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। প্যানেলের প্রথম গবেষণাপত্রটি ছিলো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফারিহা তাসনিম এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের সামিহা সোহানার, যার শিরোনাম ছিলো 'বিওন্ড দ্যা স্ক্রিন: দ্যা রিয়াল ওয়াল্ড কনসিকুয়েন্সেস অব ফেসবুক হেট স্পিচ অব ইনডিজেনাস কমিউনিটিস ইন বাংলাদেশ।' দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি ছিলো বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের আইন বিভাগের ছাত্র এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমনের। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম ছিলো 'ক্রিয়েটিং সেফ সাইবার স্পেস ফোকাসিং সোশ্যাল মিডিয়া টু কনফ্রন্ট হেট ক্রাইমস্।' প্যানেলের শেষ গবেষণাপত্রটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের দুই শিক্ষার্থী মো. সুদীপ্ত হাসান ও মীর আসমাউল হুসনা অর্পণা যৌথভাবে উপস্থাপন করেন। শিরোনাম ছিলো 'ব্রিজিং কালচারাল হারমোনি ইন ডিজিটাল স্পেয়ার : স্ট্রেন্দেনিং এক্সিস্টিং লিগ্যাল মেকানিজমস্ টু অ্যাড্রেস হেট ক্রাইমস ইন সোশ্যাল মিডিয়া, ফোকাসিং অন ফেসবুক।' সর্বশেষ প্যানেলটিতে সভাপতিত্ব করেন ড. নাভিন মুর্শিদ, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর অব পলিটিক্যাল সায়েন্স, কোলগেট ইউনিভার্সিটি। এ প্যানেলের প্রথম গবেষণা পত্রটি উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্রী আফিয়া জাহিন মৌ, যার শিরোনাম ছিলো- 'মিউটেড ন্যারেটিভস, কালেক্টিভ ট্রমা: এ কম্প্রিহেন্সিভ স্ট্যাডি অন সোসাইটাল ট্রিটমেন্ট অব উইমেন হু ফেসড সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স ইন দ্যা বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়্যার অ্যান্ড দ্যা রোহিঙ্গা জেনোসাইড।' এরপরের গবেষণা পত্রটি ছিলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী তাসনিম আক্তার মিমের, যার শিরোনাম "মেমোরি অ্যান্ড ট্রমা: দ্যা ইম্প্যাক্ট অব দ্যা নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ান জেনোসাইড অন বাংলাদেশ'স কালেক্টিভ আইডেন্টিটি।" সর্বশেষ গবেষণাপত্রটি ছিলো যৌথভাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেনসিং এন্ড জিআইএস-এর শিক্ষার্থী মনিরুল ইসলাম এবং মো. মাহমুদুল হাসান লিমনের, যার শিরোনাম 'ম্যাপিং মেমোরি: এ রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস অ্যাপ্রোচ টু ক্যাটালগিং নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ান জেনোসাইড মেমোরিয়াল সাইটস ইন শিবালয় উপজেলা, মানিকগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট, বাংলাদেশ।'

গবেষণাপত্রগুলো নিয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে ফেলোদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

গণহত্যা ও ন্যায়বিচার বিষয়ক এই সিম্পোজিয়াম এক অসাধারণ একাডেমিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সফলভাবে গবেষণা ও আলোচনা পরিচালনা করে। এতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাশাপাশি আধুনিক সময়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা ও বিদ্বেষমূলক অপরাধের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় ও ইতিহাস সংরক্ষণে অঙ্গীকার করেন।

এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমন
ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে

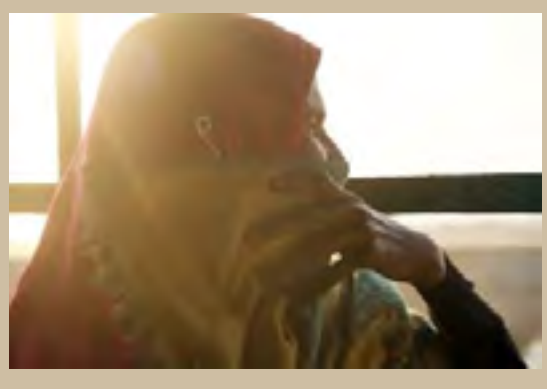

ওয়ার্ল্ড সিনেমা ফান্ডে তানিম ইউসুফ

চলচ্চিত্র নির্মাতা তানিম ইউসুফ ও কাউসার হায়দার পরিচালিত প্রামাণ্যচিত্র প্রকল্প 'ঘোস্ট বোট' এবছর বার্লিনাল ওয়ার্ল্ড সিনেমা ফান্ড প্রোগ্রামে নির্বাচিত হয়েছে। প্রামাণ্যচিত্র প্রকল্পটি ২০২০ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস ল্যাবে নির্বাচিত হয়েছিল।

হিমালয়ের ইমজাৎসে শৃঙ্গে জাদুঘর-কর্মী

শেষপর্ব

শেরপা রাজধানী হিসেবে পরিচিত নামচে বাজার পর্বতারোহীদের তীর্থ স্থান। এডমণ্ড হিলারি থেকে এড ভিশ্চার্সের মতো পর্বতারোহীদের পদচিহ্ন পরেছে এখানে। নেপালের সলুখুম্বু অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রাম এটি। নামচে বাজার থেকে এক্লামাটাইজেশনের (উচ্চতার সাথে খাপ খাওয়ানো) উদ্দেশ্যে চলে যাই খুমজুং গ্রামে। পথিমধ্যে এভারেস্ট ভিউ হোটেল থেকে আমা দাবলাম, থামসেরকু, লোৎসেসহ বেশকিছু পর্বতের দেখা পাই। পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দু এভারেস্ট তখনও মেঘে ডেকে ছিল, মেঘ কেটে যাওয়ার পর তার দেখা পাই।
সলুখুম্বু অঞ্চলের মানুষের জীবনে এডমন্ড হিলারি শুধুমাত্র একজন পর্বতারোহী নয়, তাদের আপন মানুষ, হিলারিকে এই অঞ্চলের মানুষ দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। খুমজুং গ্রামে স্কুল, খুনদে গ্রামে হাসপাতাল এডমন্ড হিলারির হাত ধরেই তৈরি হয়েছে। খুমজুং গ্রামে হিলারি স্কুল, হিলারি ভিজিটর সেন্টার ছাড়াও আছে পুরোনো এক মনেস্ট্রি। যেখানে রাখা আছে একটা প্রাণীর মাথার খুলি। এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস এই মাথার খুলিটি ইয়েতির।

নামচে বাজার থেকে থামে তাং গ্রাম পরবর্তী গন্তব্য। থামে তাং গ্রামে দুইদিন থেকে এগিয়ে চলি লুনদে গ্রামের পথে। অল্প কিছু পরিবারের বসবাস এই গ্রামে। আমাদের পুরো অভিযানে হিমালয়ের কঠিন তিনটি পাস অতিক্রম করতে হবে রেনজো লা, চো লা, কংমা লা। এই অঞ্চলে তখনও সূর্যের ঘুম ভাঙ্গে নি, চাঁদের আলোয় হাঁটতে শুরু করি তিন বাঙালি অভিযাত্রী। চারপাশে হিমালয়, হিমালয়ের বরফ গলা নদী, আর হিমেল হাওয়াই আমাদের সঙ্গী। অন্ধকারে বারবার পথ হারাচ্ছি আবার ঠিক পথ বের করে নিচ্ছি। এভাবে চলতে চলতে পান্না সবুজ এক লেকের দেখা পাই। লেকের সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হলেও ততক্ষণে আমরা ক্লান্ত-শ্রান্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অভিযাত্রীরা একে একে আমাদের ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে গোকিও গ্রামের দিকে। হিমালয়ের শেষ যাত্রী হিসেবে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলেছি আমারা। শুরুটা ছিল চাঁদের আলোয়, চাঁদ গিয়ে সূর্য্য এসে চলেও গেছে আবার এসেছে চাঁদ তবুও আমাদের পথচলা শেষ হয় হই, শেষ হবার উপায়ও নেই। গোকিও গ্রামের আগে এমন কোনো আশ্রয় নেই যেখানে একটা রাতের আশ্রয় মিলবে। সারাদিনের না খাওয়া শরীরের ক্লান্তিতে বারবার একাত্তরের শরনার্থীদের কথা মনে হচ্ছিল। আমিতো তবুও চলতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় পাবো তাঁদের তো কত ভয় শংকার মধ্য দিয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছে। কঠিন মূহুর্তগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ আমাকে দারুণভাবে শক্তি জোগায়। রাতের আঁধারে পৌঁছাই গোকিও গ্রামে।
হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য্যের গোকিও লেকের রূপে মোহিত হয়ে এগিয়ে চলি গ্রাম থেকে গ্রামে। লোবুচে গ্রামে দেখা হয় আমাদের সহযোগী দুই শেরপার সাথে। তাদের সাথেই বেড়িয়ে পরি লোবুচে পর্বতের উদ্দেশ্যে। সারাদিন-সন্ধ্যা লোবুচে হাই ক্যাম্পে কাটিয়ে মাঝরাতে বের হই লোবুচে পর্বতের দিকে। তাঁরাভরা আকাশ মাথার উপরে। আকাশ এতো বেশি পরিষ্কার ছিল যে দূরের আমা দাবলাম পর্বতের অভিযাত্রীদের দেখা যাচ্ছিল রাতের আধারে। দীর্ঘ পথ চলা শেষে যখন লোবুচে পর্বতের চূড়ায় পৌঁছাই নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। এত বছরের স্বপ্ন সত্যি হলো, বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা হিমালয়ের চূড়ায়। লোবুচে পর্বত অভিযান শেষে হিমালয়ের অন্যতম কঠিন পাস কংমা লা অতিক্রম করে চলে যাই চুখুং গ্রামে। সেখান থেকে আইল্যান্ড পিক হাই ক্যাম্প। ভোরের আলো ফুটলে আমরা পৌঁছাই আইল্যান্ড পিকের চূড়ায়। আবারও হিমালয় পর্বতের চূড়ায় তুলে ধরি বাংলাদেশের লালসবুজ পতাকা।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস-২০২৪

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কতটা হয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৮টি মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ আছে, যা আন্তর্জাতিক সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতীপূর্ণ, কিন্তু সে সম্পর্কে সকলে কতটা সচেতন। ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হলেও সব সময়েই এর বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-লিঙ্গ ভেদাভেদ না করে মানুষের সমঅধিকার এবং মর্যাদার বিষয়ে সোচ্চার হতে হবে।
বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর মানবাধিকার বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্ট হুমা খান বলেন, আমি মানবাধিকারের জায়গা থেকে বলতে চাই, বহুত্ব ও অন্তর্ভুক্তি-এই শব্দ দুটির বিষয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করা উচিত। তিনি মনে করেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য বহু মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায্য মজুরীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন পোষাক শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে ন্যায্য মজুরী দাবীর জন্য, চা শ্রমিকরা এতটাই কম মজুরীতে অভ্যস্ত যে সামান্য বেতন বৃদ্ধিতেও তারা আশাতীত খুশি হয়ে ওঠে। তিনি মন্তব্য করেন অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য বহু মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, লৈঙ্গিক সমতার জায়গায় বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া ততটা সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। এখানে পিতৃ তান্ত্রিক সমাজের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। শুধু কাগজপত্রে নয় বরং মানুষের অধিকারগুলো বাস্তবে কার্যকর করা প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদিও জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনে বাংলাদেশ সই করেছে তারপরেও এখানে নানা ধরণের নির্যাতন হচ্ছে। তিনি নিজেই কারা হেফাজতে নির্যাতিত হয়েছে এমন মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তার মতে যদিও দৃশ্যমানভাবে বাংলাদেশ সব আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সই করেছে কিন্তু কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গভেদে মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে শক্তিশালী জাতি ও সমাজ গঠন এবং মানবাধিকারের জায়গা থেকে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতামতকে সুযোগ করে দেবার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন, কেননা একটি মাত্র মতকে প্রকাশের সুযোগ দেয়া হলে নির্যাতন, সংঘাত, সহিংসতার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। বক্তব্য প্রদান শেষে উপস্থিত তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন হুমা খান। সমাপনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, মানবাধিকারের কথা আমরা কাগজে পাই, কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন কথা বলে, সমাজে নানা বৈষম্যের চিত্র দেখা যায়। এগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে, আলোচনা হতে হবে।

সংস্কৃতিজন আলী যাকের ও কবি-স্থপতি রবিউল হুসাইন স্মরণ

গত ২৬ নভেম্বর ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি রবিউল হুসাইনের পঞ্চম প্রয়াণ দিবস এবং ২৭ নভেম্বর ট্রাস্টি আলী যাকের-এর তৃতীয় প্রয়াণ দিবস। তাদের স্মরণ করি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়

আলী যাকের ও 'সেই অরুণোদয় থেকে'

'সেই অরুণোদয় থেকে' গ্রন্থে আলী যাকের স্মৃতিচারণ করেছেন তার শৈশব থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের। আলী যাকেরের স্মৃতির এই উজ্জ্বল অংশের শুরু হয় কুষ্টিয়া থেকে। বাবার চাকরিসূত্রে তখন কুষ্টিয়াতে থাকেন। নদীতে সাঁতার কেটে, আশেপাশের বন-বাঁদাড়ে ঘুরে ঘুরেই কেটেছে শৈশবের দিনগুলো। সে সময়ে ঘোরার সাথী ছিলেন ছোট বোন এবং সাঁতারের শিক্ষক ছিলেন বড় ভাই তবে একসাথে স্নেহ এবং শাসন পেয়েছেন বড়বোনের কাছে যাকে তিনি বড়দি বলে ডাকতেন। মাঝে মাঝে গোয়ালন্দ মেইল ট্রেনে করে কলকাতায় নানা বাড়িতে যেতেন বেড়াতে। সেই থেকেই কলকাতা প্রিয় হয়ে উঠেছিল, ফলে কলকাতা যেতে উৎসুক হয়ে থাকতেন। এরপর একসময় বিয়ে হয়ে যায় বড়দি'র। বড়দির বাসা কুমিল্লায় বেড়াতে গিয়ে পেলেন বাবার ঢাকা বদলি হওয়ার খবর। প্রিয় কুষ্টিয়া ছেড়ে ঢাকায় এসে উঠলেন খালার বাসায়। তারপর নিজেদের বাড়ি হলো। সেখানে থেকেই ঢাকার অলিগলি, রাস্তাঘাট, রাজপথ ঘুরে বেড়িয়েছেন। পরিচয় হয়েছে ঢাকার বিখ্যাত সব খাবারের সাথে। হয়েছে নতুন বন্ধুবান্ধব, খেলার সাথী। তাদের সাথে খেলতে খেলতেই শৈশব থেকে কৈশোরে পা দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভালো করে বোঝা ও চেনা হয়েছে এ সময়েই। খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ ছিল প্রবল। বাড়ির পাশের ধূপখোলা মাঠে খেলতে যেতেন প্রতিদিন। খেলতেন ইস্ট এন্ড ক্লাবের হয়ে। খেলাধূলার পাশাপাশি জড়িয়ে পড়েন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। কাজ করেন মুকুল মেলা আয়োজনে। পরিচয় হয় অনেক কবি সাহিত্যিকদের সাথে। তাদের প্রভাবে এক সময় নিজেই কবিতা লিখে ফেলেন। কলেজে পড়ার সময় বাবার মৃত্যু দিশেহারা করে তুলেছিলো তাকে। এরপর ঘুরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ধরা পড়ে মায়ের ক্যান্সার। ভেঙ্গে পড়েছিলেন তখন একেবারে। কলকাতায় চিকিৎসার পর মা সুস্থ হলে প্রাণ ফেরে পুরো পরিবারে। এর মাঝেই পাশ করেন নটর ডেম কলেজ থেকে। ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। যদিও নিজের পছন্দের বিষয় ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তি হতে না পারার কারণে মন খারাপ হয়েছিল তবে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের কারণে কিছুটা কমেছিল। হঠাৎ করে আবার সব এলোমেলো হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যে মা এবং বড়দির মৃত্যুতে। এসময়ে তৈরি হলো ঘরের প্রতি বৈরাগ্য, বাড়িতে যে বাবা, মা, বড়দি নেই। ঘুরতে চলে গেলেন করাচিতে। হাতে টাকা এবং ফিরতি যাত্রার টিকেট ছিল না বলে ঢাকা ফেরা হলো না। চাকরি খোঁজ করে ১৫ মিনিটের ইন্টারভিউতে পেয়েও গেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এশিয়াটিকের ঢাকা শাখায় যোগ দেন। দেশে আসার পর '৬৯-এ ঢাকা যখন উত্তাল তখন অফিসের পরে যোগ দিতেন মিটিং মিছিলে। এর আগেই পরিচয় হয়েছিল মাহমুদুর রহমান বেনু ও সন্‌জীদা খাতুনের সাথে। অল্প করে যুক্ত হন বাম রাজনীতির সাথে। ২৫ মার্চ রাতে বাসা থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পাকবাহিনীর করা হত্যাযজ্ঞ দেখেছিলেন স্বচক্ষে। পরের দিন পুরো ঢাকার চিত্র দেখে অঙ্গীকার করেন যুদ্ধ করবেন। ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন কলকাতা। কলকাতায় একদিন দেখা হয় স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের আলমগীর কবিরের সাথে। তার মাধ্যমে যুক্ত হন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে। এর মাঝেই কণ্ঠ দেন জহির রায়হানের স্টপ জেনোসাইডেও। দেশ স্বাধীন হলে কি করবেন মামুনুর

রশিদের এমন প্রশ্নে আনমনেই বলে ফেলেছিলেন মঞ্চ নাটক করবেন। ডিসেম্বরে মাঝে মাঝেই যেতে হতো বাংলাদেশের ভিতরে। এমনই একদিন যশোর রোডে যান সাক্ষাৎকার আর খবর সংগ্রহের কাজে। সেদিন ভারতীয় বাহিনীর একটা জিপ তাঁদের থামিয়ে যখন বললো পাকিস্তানি বাহিনী স্যারেন্ডার করবে, তোমরা স্বাধীন। তখন তিনি শুয়ে পড়েছিলেন যশোর রোডে। স্বাধীন দেশের মাটিতে। আলী যাকের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে বলেছেন নিজের মত করে তবে কোথাও দেননি রং-এর প্রলাপ। যেমন দেখেছেন তেমন লিখেছেন তিনি। একজন পরিপূর্ণ আলী যাকেরের গড়ে ওঠা যেমন দেখা গিয়েছে 'সেই অরুণোদয় থেকে' গ্রন্থটি পাঠ করে, তেমনই পাওয়া যায় মধ্য পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে ষাটের দশকের ঢাকাকে, তার সংস্কৃতিকে, ।

দ্বীপ হালদার, শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র

'না' গোষ্ঠীর আসর বন্দনা

'না' একটি অপ্রচলিত সাহিত্য পত্রিকার ভালো-নাম। 'না' একটি প্রথাবিরোধী শিল্প আন্দোলনের মধ্য-নাম। 'না' একটি স্বপ্নভুক শিল্পীগোষ্ঠীর ছদ্ম-নাম। 'না' ষাটের দশকের পরিচয়বাহী তারুণ্যের আরেক সর্বনাম। 'না' একদা পরিণত হয়ে উঠেছিল একটি মুক্তিসংগ্রামী শ্লোগানে। আমাদের তো এখনই ভুলে যাওয়ার কথা না সেসব ইতিহাস। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ঠ বাঙালি স্বাধিকার ও স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনও সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। 'না' পত্রিকাগোষ্ঠী ষাটের দশকের শিল্প ও সাহিত্য পরিসরে এমনই এক বৈরীস্রোতা সাহিত্য-রসিক উন্মাদনার পরিচয়বাহী কর্মপ্রবাহ। যার কুশীলবদের অন্যতম একজনের নাম কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন, আমাদের রবিউল ভাই। 'না' পত্রিকার পাতায় তিনি শুধুই 'রবিউল' নামে মুদ্রিত হয়েছেন। এখানে আমরা তাঁকে আবিষ্কার করি ভিন্নতর ভাবে। 'আমরা *জানি আমরা কি/ আমরা জানি আমরা কোথায়/ আমরা জানি আমরা কখন/ আমরা জানিনা আমরা কেন*' কথাগুলো 'না' পত্রিকার প্রথম সংকলনের প্রথম পাতায় মুদ্রিত হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপেনিবেশিক শাসনামল পেরিয়ে বাঙালি মুসলমান তখন জানে তাদের আত্মপরিচয়, জানে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান, জানে তাদের সময়কাল, কিন্তু তারা জানে না তারা কেন এই অদ্ভুত পাকিস্তান রাষ্ট্রে! আর এভাবেই প্রকাশ পায় 'না' শিল্প সাহিত্য গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ইশতেহার। প্রথম সংকলনের প্রিন্টার্স লাইনে আছে, *আবদুল ময়ীদ তালুকদার কর্তৃক কবিতা সংকলনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত*। যোগাযোগ ঠিকানা: মাহবুব হুসেন খান, ৪৯-ডি, আজিমপুর এস্টেট, ঢাকা-২। মোট ২৪টি কবিতা এখানে ছাপা হয়। যার মধ্যে একটি আঁন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি'র কবিতার অনুবাদ। অন্যান্য কবিদের মধ্যে- রফিক আজাদের ১টি, তাজু চৌধুরীর ২টি, ইনামুল কবিরের ৩টি, রবিউল হুসাইনের ৩টি, কাজি সাহিদ হাসান ফরিদের ৫টি, সাইদ মোস্তফা কামালের ৫টি এবং মাহবুব হুসেন খানের ৬টি কবিতা প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সংকলনের তৃতীয় পৃষ্ঠার শুরুতেই ছাপা আছে *'না আন্দোলনের বর্তমান বাহকগণ রবিউল, তাজু চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, সায়ীদ মোস্তফা কামাল ও কাজি সাহিদ হাসান।'* তৃতীয় পৃষ্ঠার পাদতলে আরো লেখা হয়েছে, *এই সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন রশীদ চৌধুরী। ফ্রিডেমান ব্যার্গারের জার্মান কবিতাগুলো অনুবাদ করেছেন সায়ীদ মোস্তফা কামাল এবং রবার দেনোর ফরাসী কবিতাগুলো অনুবাদ করেছেন রশীদ চৌধুরী।*

'না'-এর প্রতিটি সংকলন অভিনব। তৃতীয় সংকলনটিতে রঙিন ছাপা লক্ষ করা যায়। যা আকারে তৎকালীন বহুল প্রচলিত কাগজের খাঁচ কাটা ঝালরের মতো নান্দনিক। রঙিন ছাপা এবং পেপার কাটিংয়ের ব্যয় সামলাতে গিয়ে এই সংকলনটি খুবই ক্ষীণ আকারে প্রকাশিত হয়। চার প্রচ্ছদের এই সংকলনে প্রথম অংশের ডান পাশে নিচে ছাপা হয়, 'না' *তাজু চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, রবিউল, কাজি সাহিদ হাসান*। নিচে বাম অংশে লেখা হয় 'না' *তৃতীয় খণ্ড*। উপরে বাম অংশে লেখা হয় 'না'– *আন্দোলন সম্বন্ধে অনেকেই আমাদের প্রশ্ন করছেন।* 'না'– *আন্দোলন কি!* 'না'– *আন্দোলন সম্পর্কিত বিস্তারিত* *শ্রেষের পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুলতানার স্বপ্ন : গ্রন্থপাঠ উদ্‌যাপন
বিশেষ প্রদর্শনী

‘না’ গোষ্ঠীর আসর বন্দনা

৭-এর পৃষ্ঠার পর

বিবরণ আগামী বর্ধিত খণ্ডে লেখা হবে। অল্প কথায় বলতে হয় আমরা ‘গরম মাধ্যম’ গুলো নিয়ে সমকালীন স্বার্থ এবং অর্থে সংযোগ স্থাপন করতে চাই। আমাদের ধারণা এই যে, ভীতিই উৎস; এবং সংযোগই সৌন্দর্য। লম্বা এক বছর বিরতির পর সংকলনটি ক্ষুদে স্বাতী চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়। সীমিত এই খন্ডেও ২০টি অনু কবিতা/ রচনা প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে তাজু চৌধুরীর একটি রচনা থেকে প্রথমবারের মতো একটি সময়কাল আবিষ্কার করা গেছে। ২রা বৈশাখ ১৩৭৬ মানে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত পত্রিকা এটি। প্রথম সংকলনের সময়কাল সম্পর্কে কোন হদিস পাওয়া না গেলেও এটা ধারণা করা যেতে পারে যে এটি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত। ‘না’ পত্রিকার চতুর্থ সংকলনটি গল্প-সম্ভারময়। আগের তিনটি সংকলনের চেয়ে এর কলেবর অনেক ঢাউস। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। এখানে লক্ষনীয় ব্যাপার হলো পত্রিকার বাহকের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমলেও পত্রিকার ভার কিন্তু কমেনি, বরং ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছিল। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভের সৌজন্যে এই চারটি সংকলন এই নিবন্ধ রচনাকাল পর্যন্ত উল্টে দেখার সুযোগ হয়েছে। শুধু এই চারটি সংকলন নিয়েই অধিকতর বিশ্লেষণের প্রত্যয় মনে রেখে ‘না’ পত্রিকার আসর বন্দনা এখানেই সমাপ্ত করছি। ‘না’-গোষ্ঠীর সকল বাহকের পাশাপাশি কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইনকে তাঁর প্রয়াণবার্ষিকীতে স্মরণ করছি অপার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়।

-শরীফ রেজা মাহমুদ

আগামীর আয়োজন

অপ্রতিরোধ্য সুলতানার স্বপ্ন
পাঁচ নারী পর্বতারোহীর অভিযান

আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত হতে যাচ্ছে এক সংবাদ সম্মেলন। ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের পাঁচজন নারী অভিযাত্রী প্রথম-বারের মতো শীতকালীন পর্বত অভিযানে যাচ্ছেন। তারা রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন রচিত ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গ্রন্থের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উদযাপন করতে ‘অপ্রতিরোধ্য সুলতানার স্বপ্ন’ প্রতিপাদ্য ধারণ করছেন। ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ যাত্রা শুরু করে ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারা অভিযান শেষ করবেন।

অংশগ্রহণকারী অভিযাত্রীরা হলেন-
নিশাত মজুমদার, ইয়াছমিন লিসা, তহুরা সুলতানা রেখা, এপি তালুকদার, অর্পিতা দেবনাথ। অভিযানের আয়োজক ‘অভিযাত্রী’, সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং আর্থিক সহযোগিতায় : মাস্টার কার্ড

ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্ক ২০২৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রামাণ্যচিত্র বিষয়ক কর্মশালা লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্ক ২০২৫ আগামী ২, ৩, ৪, ১০ এবং ১১ জানুয়ারি, অনুষ্ঠিত হবে। এবছর ফিল্ডওয়ার্কের জন্য ৬৫টি আবেদন জমা পড়েছে। বাছাই প্রক্রিয়া শেষে কর্মশালার জন্য নির্বাচিতদের ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official